দৈনিক সংবাদ

03 MAY 1987

১১শে বৈশাখ ১৩৯৪

057

কলেজে অনার্স পাস ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কে ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কলেজ থেকে অনার্স পাস করা ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরেছেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল মূলতঃ 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ডিগ্রী ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কলেজসমূহের তদারকির দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্তায়। কিন্তু তখন থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ সকল কলেজে অনার্স পর্যায়ে অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬টি কলেজে কয়েকটি বিষয়ে সম্মান কোর্স খোলার অনুমতি দেয় হয়। এর পটভূমিকায় যে যুক্তিটি কাজ করেছিল, তা হচ্ছে যে, বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সম্মান শ্রেণীতে পড়ার যোগ্যতা থাকা সত্বেও তখন পড়ার সুযোগ পাচ্ছিল না। পরবর্তীকালে আরও ৮টি কলেজে অনুরূপ অনার্স খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদন প্রদানের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কলেজসমূহের এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে বছরকয়েকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অতিরিক্ত দায়িত্বটি অর্পণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষকের স্বল্পতাহেতু সবক'টি কলেজে মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষপর্ব খোলা সম্ভবপর হয়নি এবং এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটিও বাস্তব রূপ নেয়নি।

বিগত কয়েক বছর এই কলেজগুলো থেকে সম্মান শ্রেণীতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে এবং তারা মাষ্টার্স ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে এই ভার এখন আর গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর নির্ধারিত অতিরিক্ত ভর্তি করলে ক্লাসে স্থান সংকুলান এবং ল্যাবরেটরীর সুযোগ প্রদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর তার ফলে একটি বিপর্যয়মূলক অবস্থায় সৃষ্টি হবে। গেল বছর সীমিতসংখ্যক ভর্তির মাধ্যমে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা গিয়েছিল। কিন্তু এ বছর এই সমস্যাটি তীব্র আকার ধারণ করেছে। গতবারের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী এবারে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

এ সকল আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ১৭-২-৮৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে:

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদেরকে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণী থাকতে হবে।

(২) তাদেরকে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

(৩) যে সকল কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর (শেষপর্ব) কোর্স রয়েছে তথা (স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ) হতে সম্মান কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ উক্ত কলেজে ভর্তি হবে। তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

এই নিয়মে অনেক ছাত্র ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করলেও সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের একাংশ মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তারা গত ২রা এপ্রিল সিনেট সভা চলাকালে 'আমরণ অনশন' এর কর্মসূচী ঘোষণা করলে সাময়িক কারণে সেদিন সিনেট সভা মুলতবী করা হয়। সিনেটের কিছু সংখ্যক সদস্য ধর্মঘটী ছাত্রদের এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে যে সকল প্রার্থীর একটি তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ আছে তাদেরকেও ভর্তি করেন সে বিষয়ে তারা চাপ সৃষ্টি করবেন। পরে সিনেট সদস্যবৃন্দের আহ্বানের ভিত্তিতে সেদিন তারা অনশন ভঙ্গ করেন।

এরপর ৭-৪-৮৭ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় তাদের ভর্তির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে সহানুভূতির সাথে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"সম্মান শ্রেণীতে শিক্ষাদানরত কলেজসমূহ হতে সম্মান পরীক্ষা পাস ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাদের অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে অকস্মাৎ উগ্র ঘেরাও কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ অবস্থায় সভা মুলতবী ঘোষিত হলে তারা সকল সিনেট সদস্যকে সিনেট কক্ষে তিন ঘন্টারও অধিক সময় আটকে রাখে এবং প্রবীণ শিক্ষকদের সংগে তারা অবাঞ্ছিত ও উচ্ছৃংখল আচরণ করে। এ সময়ে তারা সিনেটের মহিলা সদস্যাদের বাথরুমে যেতে এবং সিনেট সদস্যদের নামাজ আদায়ে পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, এ সকল ছাত্রের বিনাশর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দাবী অযৌক্তিক। একাধিক তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কলেজে মাষ্টার্স পর্যায়ে লেখাপড়া শুরু এবং এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়ে আসছে। আশা করা যায় যে, এ কর্মসূচী অচিরেই বাস্তবায়িত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যারও সমাধান হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল মহলের প্রতি এই আহ্বান জানাতে চায় যে, উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষায় যেন সকলে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। কর্তৃপক্ষ একথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে চায় যে, চাপের মুখে কোন অযৌক্তিক দাবীর কাছে তারা নতি স্বীকার করবে না।"